কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম 2

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

'সব হারিয়ে নিঃস্ব'

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

'বাংলাদেশ আনসার বাহিনীতে চাকরি করছিলাম। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিয়োগের সব শর্ত মেনে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে চাকরিও পেয়েছিলাম। আনসারের ওই চাকরি ছেড়ে বাকৃবিতে কাজও শুরু করি। পাঁচ মাস পর এসে এখন শুনি চাকরি নাই। বাকৃবির এই চাকরির পেছনে ছুটতে গিয়ে হারিয়েছি আমার পেটের যমজ সন্তান। সব হারিয়ে এখন আমি নিঃস্ব।'

কেঁদে কেঁদে এভাবেই কথাগুলো বলছিলেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য চাকরি হারানো ঝুমা রানী সূত্রধর। ঝুমা রানীর মতো অনেকেই সরকারি চাকরি ছেড়ে বাড়ির পাশের বাকৃবি ক্যাম্পাসে নিয়েছিলেন চাকরি। এখন চাকরি হারিয়ে বিপদে পড়েছেন ওই কর্মচারীরা। এদিকে চাকরি হারানো কর্মচারীদের অভিযোগ, যারা তদবির করে চাকরি হাতিয়েছেন তাঁরাই বহাল রয়েছেন, আর তদবির ছাড়া যাঁদের চাকরি হয়েছে তাঁদেরই বাদ দেওয়া হয়েছে।

৯৬ কর্মচারী চাকরি হারিয়ে আন্দোলনে

গতকাল মঙ্গলবারও ক্যাম্পাসের প্রশাসন ভবনের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ করেছেন চাকরি হারানো ওই কর্মচারীরা। সকালে ওই কর্মচারীদের পক্ষে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের বয়ড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক। দুই ঘণ্টা আলোচনা শেষে তিনি ওই কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর হজ পালনের জন্য দেশের বাইরে থাকায় এ বিষয়ে সুরাহা দিতে অপারগ বলে জানিয়েছে দায়িত্বরত বর্তমান প্রশাসন। এ সময় তিনি বলেন, সাবেক উপাচার্যের মতাদর্শের ওই নিয়োগ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের বৈরী সম্পর্কের কারণে ওই ৯৬ কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ছাড়া, যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁরা কোনো তদবির করেননি বলেই তাঁদের কপাল পুড়েছে। ৯৬ কর্মচারীকে এভাবে বিপদে ফেলে বিদেশ চলে যাওয়ায় উপাচার্যের সমালোচনা করেন ওই জনপ্রতিনিধি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখায় নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগের জন্য ১৭ পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই ১৭টি পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয় ৩৩ জনকে। যার মধ্যে ১৪ জনকে রেখে বাকিদের নিয়োগ বাতিল করেছে প্রশাসন। নিরাপত্তা শাখা থেকে চাকরি হারানো ঝুমা রানী সূত্রধর, আব্দুল হামিদ, স্বপন মিয়া, জালাল উদ্দিন আনসার বাহিনীতে চাকরিরত ছিলেন। প্রত্যেকের বাড়িই ময়মনসিংহে হওয়ায় বাড়ির পাশে কর্মস্থলের আশায় আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাকৃবিতে যোগ দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া মো. ফরিদ মিয়া, মজিবুর রহমান, তাজুল ইসলাম, ওমর ফারুক, জানে আলমসহ আরো অনেকেই দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক চাকরি করলেও স্থায়ী হয়নি তাঁদের চাকরি। অন্যদিকে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের অনিয়মের ওই নিয়োগে যাঁদের এক পদে আবেদন করে অন্য পদে নিয়োগ এবং কোনো আবেদন না করেও যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল সেসব নিয়োগ বহাল রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন চাকরি হারানো কর্মচারীরা।

এদিকে ক্যাম্পাসে নিয়োগ বাতিল নিয়ে জটিলতা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম জাকির হোসেন বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই নিয়োগ কমিটির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। তবে নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে উপাচার্য ক্যাম্পাসে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা না মেনে ব্যাপক অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে ৩১৫ জনকে নিয়োগ দেন। পরে ইউজিসি থেকে ওই নিয়োগ স্থগিত করে চাকরিরতদের বেতন-ভাতা বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইউজিসির সঙ্গে আলোচনা করে ওই নিয়োগে অনিয়ম খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩১৫ জন থেকে গত রবিবার ৯৬ জনের নিয়োগ বাতিল করা হয়।